গাংনীতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ইচ্ছাপূরণে বনভোজন

মেহেরপুরের গাংনীতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ইচ্ছাপূরণে বনভোজন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বেলা ১১টার দিকে গাংনী এতিমখানা ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কিশোরের ডাক সংগঠনের সভাপতি আবদুল্লাহ-আল-নোমান এর আয়োজনে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, বাংলা টিভি ও দৈনিক মানবজমিনের জেলা প্রতিনিধি আকতারুজ্জামান, বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুল হক স্বপন, সাংবাদিক তোফায়েল হোসেন, এস এম রফিকুল আলম বকুল,

মুভিবাংলা টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি রাব্বি আহমেদ, জয়যাত্রা টেলিভিশন এর মেহেরপুর প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ আল মুনিবসহ গাংনী এতিমখানা ও হাফেজিয়াা মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ভাতাভোগিদের মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে- এমপি খোকন

মেহেরপুরের গাংনীতে সমাজ সেবা কর্তৃক প্রাপ্ত ভাতাভোগিদের মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হবে। আজ রোববার এর উদ্বোধন করেন সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি।

ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে সেবা প্রান্তজনে বয়ষ্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীদের বিকাশের মাধ্যমে মোবাইলে হিসাব খোলা কার্যক্রমের উদ্ধোধন কালে

এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিকাশ কিংবা রকেটে মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা জালিয়াতি হচ্ছে। কোন মাসের টাকা কোন মাসে পাওয়া যায় তারও কোনো ঠিক নাই।

ব্যাংকে টাকা তুলতে গেলে সারাদিন পরে হলেও টাকা হাতে পেয়ে খুশিতে আত্নহারা হয়ে বাড়ি ফেরেন একজিন ভাতা গ্রহিতা। অথচ মোবাইলের মাধ্যমে যারা টাকা পাবেন এমন লোকও আছে যারা নিজের মোবাইলের নাম্বার টাও বলতে পারেননা। এমন কি টাকার ম্যাসেজ পাঠানো হলেও ভাতাভোগী বুঝে উঠবেননা তিনি টাকা পেয়েছেন কিনা। তিনি সঠিক সময়ে টাকা না পেলে বা টাকার পরিমাণ কম পেলে অভিযোগ করা বা তা খন্ডন করার কেউ থাকবেনা। বরং ভাতাভোগী নানা বিড়ম্বনায় পড়বেন। হবেন প্রতারিত।

ইতো-মধ্যে সরকারের করোনা কালীন সময়ে আর্থিক সহায়তা প্রদানে নানা টালবাহানা করেছে বিকাশ বা অন্যান্য মোবাইল কোম্পানী। কার টাকা কার মোবাইলে গেছে তা দেখার বা বলার কেউ নেই।

এছাড়াও উপবৃত্তির টাকা প্রদানের ক্ষেত্রেও নানা অসুবিধা হয়েছে শিক্ষার্থীদের। বিকাশ কোম্পানী সরকারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সে টাকা সঠিক ভাবে প্রদান করেননি এমন অহরহ ঘটনা আছে আমাদের দেশে।

এঅবস্থায় অনেক কোম্পানীর লোকজন বিভিন্ন অফার বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার কথা বলে সরকারি টাকা প্রদানের চুক্তি নিচ্ছেন বটে, কিন্তু তাতে বাড়ছে প্রতারনা ও বিড়ম্বনা। আর এসকল কাজ যারা সরকারে কাছ থেকে চুক্তির প্রস্তাবনা দিচ্ছেন তারা না বুঝে প্রস্তাব দিচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেন এ সাংসদ। এমন কাজ কর্মে বুঝে শুনে প্রস্তাবনা দেয়ার জন্য সরকারি কর্মকর্তাকে সজাগ থাকারও আহব্বান করেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোহাঃ ফজলে রাব্বি।

অনুষ্ঠানে ৪০ জন ভাতাভোগি বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। গাংনীতে ২ হাজার ভাতাভোগি বিকাশে হিসাব খুলবেন বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার কাজি মোঃ আবুল মনসুর।

গাংনীতে করনো টিকা দান কার্যক্রমের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা ভাইরাস টিকার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ সকাল সাড়ে ১২ টার সময় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে টিকা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

এ সময় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইউএইচ এফপিও রিয়াজুল আলম বলেন, এ টিকার কোন প্বার্শপ্রতিক্রিয়া নেই। সকলকে টিকা নেওয়ার আহ্বান জানান।

এমটিইপিআই আব্দুর রশিদ জানান, উদ্বোধনের দিন ২০ জনকে টিকা দেয় হয় এবং টিকা নেবার জন্য রেজিষ্ট্রেশন করেছেন ৩৪৫ জন। টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষকে সচেতন করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ।

হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ সানন্দে টিকাদান কার্যক্রমকে গ্রহন করেন।

উপজেলা নির্বাহী আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান, আবাসিক মেডিকেল অফিসার সাদিয়া সুলতানাসহ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সকল নার্স ও স্টাফ বৃন্দ।

জেলার তিন উপজেলার ৯ টি বুথে চলছে টিকাদান কার্যক্রম।

নিখোঁজ সংবাদ

মো: তৌফাজ্জেল হোসেন নামের একটি ছেলে হারিয়েছে, পিতা- মো: সাহেব আলী, ঠিকানা: উজলপুর ব্যাংক পাড়া।

এই ছেলেটি গত মঙ্গলবার ০২/২/২০২১ তারিখে হারিয়ে গেছে। যদি কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তি ছেলেটির সন্ধান পেয়ে থাকেন তাহলে পিতা- মো: সাহেব আলীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরিবার পক্ষ থেকে অনুরোধ হল। মোবাইল: ০১৭৮৮-৬৫৪৭২৪

বিএনপি টিকা নিয়ে মিথ্যাচারে লিপ্ত আছে- হানিফ

করোনা মহামারি থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য দ্রুততম সময়ে করোনার টিকা সব জেলা পর্যায়ে পৌছে দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, বিএনপি প্রথম থেকে করোনা নিয়ে নেতিবাচক কথা বলে আসছে। তারা বলেছিল করোনার টিকা বাংলাদেশে আসবে না, কিন্তু টিকা এসেছে। এরপরে তারা বললো ভ্যাকসিন আগে প্রধানমন্ত্রী নিক, তারপর অন্যরা নেবে।

এসব বলে তারা দেশের মানুষের ভিতর করোনা টিকা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। এটা নিলে মানুষ মারা যেতে পারে করোনা টিকা নিয়ে এমন ভয়ংকর প্রচারণা চালিয়েছিল। যাতে মানুষ করোনা টিকা না নেয় সেই জন্য তারা মানুষের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করেছিল।

হানিফ বলেন, আমরা টিকা নিয়ে এটা প্রমান করেছি যে বিএনপি টিকা নিয়ে মিথ্যাচারে লিপ্ত আছে। তিনি বলেন, ভ্যাকসিন নেবার পরে আমার মধ্যে কনো ধরনের অসুস্থতা নেই। ২০ মিনিট পরেও আমি স্বাভাবিকভাবে কথা বলছি। এটা নিরাপদ।

এসময় তিনি জনগণকে রেজিষ্ট্রেশন করে নির্ভয়ে করোনা ভ্যাকসিন নেবার অনুরোধ করে বলেন, এর মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ থেকে করোনাকে চিরতরে নির্মুল করতে সক্ষম হবো।

নিজে টিকা নিয়ে রবিবার বেলা সাড়ে ১১টায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে করোনা টিকাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করে হানিফ সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

এসময় কুষ্টিয়ার কুমারখালী খোকসা আসনের সংসদ সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন, পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত, কুষ্টিয়া আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোটেক অনুপ কুমার নন্দী করোনা টিকা নেন।

এসময় সিভিল সার্জন আনোয়ারুল ইসলাম, জেলা বিএমএমএর সভাপতি ডাঃ এস এম মুসতানজিদ ও সিনিয়র মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ এসএম মুসা কবির উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আজ কুষ্টিয়ায় নিবন্ধন করা প্রায় একশ’ জনের করোনা টিকা দেওয়া হয়। জেনারেল হাসপাতালের চারটি বুথে এই টিকা দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার মানুষ টিকা নেবার জন্য নিবন্ধন করেছেন।

সকাল আটটা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত জেলা উপজেলা হাসপাতাল, পুলিশ লাইনসহ কয়েকটি পয়েন্টে নিবন্ধিত মানুষের মধ্যে টিকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন।।

শৈলকুপায় কোভিট-১৯ ভ্যাকসিন প্রদানের উদ্বোধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কোভিট-১৯ ভ্যাকসিন প্রদানের এর শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে রবিবার সকার ১০টায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র কাজী আশরাফুল আজম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদুন্নবি কালু, বক্তব্য প্রদান করেন উপজেলা স্বাস্থ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রাশেদ আল মামুন, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আসাদুজ্জামান, শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক মতিয়ার রহমান, এমপি পুত্র তানভির হাসান হাই, প্রেসক্লাবের সভাপতি এম হাসান মুসা প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে ভ্যাকসিন গ্রহন করেন যথাক্রমে উপজেলা স্বাস্থ্য কম্পেক্সের ডা: শাহনেওয়াজ ইবনে কাশেম, জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আসাদুজ্জামান, এমপি পুত্র তানভির হাসান হাই, প্রেসক্লাবের সভাপতি এম হাসান মুসা, প্রেসক্লাবের নির্বহী সদস্য ও সমকাল প্রতিনিধি তাজনুর রহমান ডাবলু, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল জাব্বার সহ মোট ৩০ জনকে প্রথম দিনে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় কোভিড-১৯ টিকা প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসের টিকা প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে রবিবার সারাদেশে একযোগে টিকা কার্যক্রম শুরু করা হয় ।

এর ধারাবাহিকতায় আজ সকালে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে করোনা ভাইরাসের টিকাদান কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়।

টিকা প্রদান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমপি ছেলুন জোয়ার্দার বলেন, টিকা দেওয়ার সব

ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আমরাও আজ টিকা নিব। অ্যাপে নিবন্ধন না করা গেলেও কেন্দ্রে গেলে করোনা টিকা দেয়া হবে।

টিকা প্রদানের বিষয়ে এমপি ছেলুন জোয়ার্দার বলেন সারাবছর টিকা কর্মসূচি চলবে। কেউ টিকা না নিয়ে ফিরে যাবে না। টিকার পরবর্তী ব্যবস্থাও হাসপাতালগুলোতে নেয়া হয়েছে।

টিকা প্রয়োগে দেশের পরিস্থিত আবারও স্বাভাবিক হবে, আবারো মানুষের কাজের গতি ফিরে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন এমপি।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডাঃ এ এস এম মারুফ হাসান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার ও চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোঃ টোটন, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান সহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে কর্মকর্তা গন।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডাঃ এ এস এম মারুফ হাসান বলেন, সারা দেশে ১ হাজার ৫টি হাসপাতালে টিকা দেওয়া হচ্ছে। করোনার টিকা প্রদানের জন্য চুয়াডাঙ্গার চারটি উপজেলায় ৫৯টি বুথ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি বুথে দুই জন সিনিয়র ষ্টাফ নার্স, ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও একজন সহকারী মেডিকেল অফিসার থাকবে। প্রতিটি জেলা উপজেলায় নিয়মিত সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে টিকাদান কর্মসূচী।

উক্ত অনুষ্ঠানে কোভিড-১৯ ভেক্সিনেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধনকালে চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডাঃ এ এস এম মারুফ হাসান সহ বেশ কয়জন ভ্যাকসিন গ্রহন করছেন।

মায়ার্স-বোনার জুটিতে মুমিনুলদের হতাশার ১ ঘণ্টা

বাংলাদেশের চাই ৭ উইকেট। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৮৫ রান। এমন সমীকরণ নিয়েই চট্টগ্রাম টেস্টে পঞ্চম দিন শুরু করে ক্রিকেটাররা।

শনিবার ম্যাচ শেষে ক্যারিবীয় অফব্রেক বোলার রাহকিম কর্নওয়াল জানিয়েছিলেন, প্রথম এক ঘণ্টায় কোনো উইকেট না হারিয়ে রানের চাকা সচল রাখতে পারলেই ম্যাচ বাঁচানো সম্ভব।

আর প্রথম এক ঘণ্টায় রাহকিমের সেই পরিকল্পনাকে সফল করলেন আগের দিনের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান কাইল মায়ার্স ও এনক্রুমাহ বোনার।

এদিন প্রথম ঘণ্টায় মিরাজ, তাইজুল ও নাঈমের ঘূর্ণিতে কাজ হয়নি। ব্রেকথ্রু এনে দিতে পারেননি কাটার মাস্টার মোস্তাফিজও। অবশ্য ফিল্ডারদের যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন বোলাররা।

তার একটিও কাজে লাগাননি ফিল্ডাররা। দুটি রিভিউ নেননি অধিনায়ক মুমিনুল। একটি ক্যাচ ফসকে গেছে। ভাগ্যও সহায় হচ্ছে না। কয়েকবার অল্পের জন্য ব্যাটের কানায় ছোঁয়নি ব্যাটসম্যানদের।

ফলস্বরূপ গত এক ঘণ্টায় একটিও উইকেটের পতন ঘটেনি ক্যারিবীয়দের। আর ভাগ্য ও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কাইল মায়ার্স ইতিমধ্যে বড় ইনিংস খেলে ফেলেছেন। তার সামনে সেঞ্চুরির হাতছানি। ১৪২ বল মোকাবিলা করে ৮৯ রান করে ফেলেছেন। অন্যপ্রান্ত হাফসেঞ্চুরির অপেক্ষায় এনক্রুমাহ বোনার। একটু ধীর গতিতে হলেও ১৪৫ বল খেলে ৪২ রান জমা করেছেন তিনি।

এ দুই মিডলঅর্ডারের নৈপূণ্যে শক্ত অবস্থানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৩৫ রানের জুটি গড়ে ফেলেছেন তারা। এ জুটিতে ভর করে উইন্ডিজের সংগ্রহ ৩ উইকেটে ১৯৫ রান। অর্থাৎ জয় পেতে আরও ১৯৮ রান করতে হবে তাদের।

পৃথিবীতে প্রথম মঙ্গলের ছবি পাঠাল চীনের ‘তিয়ানওয়েন-১’

মহাকাশে মঙ্গল গ্রহ সব সময় সকলের কৌতহল ও আগ্রহহের কেন্দ্রবিন্ধুতে আছে। কিন্তু মঙ্গলের অভিযান সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং ছিল। সম্প্রতি চীনা মহাকাশযান ‘তিয়ানওয়েন-১’ মঙ্গলের প্রথম ছবি পৃথিবীতে পাঠালো। চীন চাঁদেও ইতিমধ্যেই দুটি রোভার অবতরণ করিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপ, জাপান ও ভারতের কয়েকটি মঙ্গল অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর ২০০৩ সালে সর্বপ্রথম মহাকাশে মহাকাশচারী পাঠায় চীন। ২০২২ সালে চীন পৃথিবীর কক্ষপথে তাদের স্পেস স্টেশনও গড়ে তুলতে যাচ্ছে।

চীনের ‘তিয়ানওয়েন-১’ সর্বপ্রথম মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠের ‘স্কিয়াপ্যারেল্লি ক্রেটার’ (সুবিশাল গর্ত) ও গিরি খাতে ভরা এলাকা ‘ভ্যালেস মারিনেরিস’-এর কয়েকটি সাদাকালো ছবি পাঠায়। ছবি তোলার সময় এটি মঙ্গলের কক্ষপথের ২২ লাখ কিলোমিটার দূরে ছিল। মহাকাশ গবেষণা সংস্থাটি জানিয়েছে, তিয়ানওয়েন-১ এই মুহূর্তে মঙ্গলের কক্ষপথ থেকে ১১ লাখ কিলোমিটার দূরে রয়েছে।

আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি একটি ল্যান্ডার ও একটি রোভার নিয়ে তিয়ানওয়েন-১ মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করবে। এছাড়াও, মে মাসে মঙ্গলের ‘ইউটোপিয়া’ এলাকায় অবতরণ করবে ৫ টন ওজনের এ মহাকাশযানটি। এটি ৯০ মঙ্গল-মাস অর্থাৎ পৃথিবীর হিসাবে তিন মাসেরও বেশি সময় মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠের তথ্য ও নমুনা সংগ্রহ করবে।

গত জুনে চীনের অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর গবেষক বাও ওয়েইমিন বলেছিলেন, ‘অভিযানের কঠিনতম পর্ব হলো মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করা। রোভার বহনকারী ল্যান্ডারের গতি চার ধাপে মন্থর করা হবে। এই প্রক্রিয়া ৭-৮ মিনিট ধরে চলবে।’

মেহেরপুর জিনিয়াস স্কুলে শিক্ষার নামে গলাকাটা বাণিজ্য!

শিক্ষার নামে গলাকাটা বাণিজ্য করছে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। করোনাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের বেতন ও ভর্তি ফিসের জন্য চাপ প্রয়োগ না করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বার বার বলা হলেও কর্ণপাত করেনি জিনিয়াস স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুল বন্ধ থাকলেও অভিভাবকদের মোবাইল ফোনে আবার কখনো বাসায় গিয়ে বার বার চাপ প্রয়োগ করে নেওয়া হয়েছে পুরো বেতন। এছাড়াও সেশন চার্জের নামে প্রায় ১৬’শ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জনপ্রতি নেওয়া হয়েছে ১৭’শ ৫০ টাকা করে। যার গাণিতিক অর্থ প্রায় ২৮ লাখ টাকা। এ নিয়ে অভিভাবকদের নানা অভিযোগ থাকলেও বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সাধ্য না থাকলেও বাধ্য হয়েছেন সবাই।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়েকজন অভিভাবক জানান, দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিলো তারপরও পুরো বেতন দিতে হচ্ছে আমাদের। একসাথে অনেক টাকা দিতে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। তার উপর আবার বছরের শুরুতেই দিতে হচ্ছে ১৭’শ ৫০ টাকা সেশন চার্জ। টাকা কম নিতে বা মওকুফ করতে স্কুল কর্তৃপক্ষকে বার বার অনুরোধ করেও কোন লাভ হয়নি।

স্কুল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রতি মাসে প্লে থেকে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত বেতন নেওয়া হয় ৬’শ টাকা, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ৮’শ টাকা, ৫ম শ্রেণী ১ হাজার টাকা, ৬ষ্ট ও ৭ম শ্রেণী ৯’শ টাকা, ৮ম শ্রেণী ১১’শ টাকা, ৯ম ও ১০ম শ্রেণী ১২’শ টাকা। সব মিলিয়ে বছরে প্রায় দেড় কোটি টাকা আয় হয় বলে জানান বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আল-আমিন ইসলাম বকুল। আন-নুর ফাউন্ডেশনের নামে চলছে বিদ্যালয়টি। যার সভাপতির দায়িত্বে আছেন আল-আমিন ইসলাম বকুল নিজেই।

আল-আমিন ইসলাম বকুল মেহেরপুর জেলা ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে বিতর্কিত সংগঠন জামায়াত ইসলামের সূরা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়াও তিনি মুজিবনগরের আন-নুর টেকনিক্যাল ও বিএম কলেজের প্রিন্সিপাল। তার স্ত্রী রিতা পারভিন বর্তমানে প্রিন্সিপালের

দায়িত্বে আছেন জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল অ্যান্ড কলেজের। তবে স্কুলটির পরিচালক আল-আমিন ইসলাম বকুল জামায়াত নেতা হলেও স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে বিভিন্ন সময় তিনি ক্ষমতাসীন দলের লোকজনকে স্কুল কমিটির সভাপতি বানিয়ে স্কুল পরিচালনা করছেন।

বিদ্যালয়ের ভাইস প্রিন্সিপাল সামসুর রহমান জানান, বিদ্যালয়ে দুই শিফটে ৫৫ জন শিক্ষক পাঠদানের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৬ হাজার ৫’শ টাকা থেকে শুরু করে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত তাদের বেতন দেওয়া হয় প্রতি মাসে। স্কুলে যা আয় হয় তা স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে খরচ হয়ে যায়। তবে সামসুর রহমানের দেওয়া তথ্যের অমিল পাওয়া গেছে। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই যদি হিসেব করা যায় খরচ বাদে আরও প্রায় ৫০ লাখ টাকা অতিরিক্ত থেকে যায়। এই টাকার পুরো অংশই যায় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আল আমিন ইসলাম বকুলের পকেটে।

বিদ্যালয়ের উপার্জিত টাকার অংশ জামায়াত সংগঠনেও যায় বলে জানা গেছে। একটি নির্ভরযোগ্য সুত্র থেকে জানা যায় প্রতি বছরই এককালীন চাঁদা হিসেবে দেয় লাখ লাখ টাকা। গত ২০২০ সালে ১২ ডিসেম্বর দিয়েছেন ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। যা বায়তুল মাল নামে রশিদের মাধ্যমে গ্রহন করেছে সংগঠনের ক্যাশিয়ার।

পরিচালক আল-আমিন ইসলাম বকুল জানান, স্কুলটি আমাদের মেহেরপুরের সবার। স্কুলটি নষ্ট না করে সহযোগীতা করার আবেদন জানান। একই সঙ্গে সংবাদ না করারও আবেদন জানান।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন জানান, কিছু দিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি পরিপত্র জারি করার কথা ছিল, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষার্থীদের বেতন ও সেশন চার্জ নির্ধারণ করা প্রসঙ্গে। তবে এখনো পর্যন্ত সে ব্যাপারে কোন নির্দেশনা পাইনি। যার কারনে প্রতিষ্ঠান গুলোর ম্যানেজিং কমিটি যেটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সে মোতাবেক স্কুল গুলো পরিচালনা হচ্ছে। তবে করোনাকালিন সময়ে এই ভাবে শিক্ষার্থীদের বেতন বা সেশন ফী’র জন্য চাপ না দিয়ে সদয় হওয়া উচিত।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আশিকুজ্জামান সবুজ পেশায় একজন ঠিকাদার। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সদস্য আশকার আলীর সন্তান। তিনি জানান, প্রতিষ্ঠানটি নিয়মের বাইরে চলছে বলে আমার মনে হয় না। সকল কিছু

নিয়ম মেনেই করা হয়।